আনারসের উৎপাদন প্রযুক্ত

মাটি ও জমি তৈরি

 দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি সমতল করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মধ্যে ৫০-১০০ সেমি ফাঁকা দিতে হবে।

চারা রোপণ

 মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস) আনারসের চারা লাগানো উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সেচের সুবিধা থাকলে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি মাস) পর্যন্তও চারা লাগানো যায়। ১ মিটার প্রশস্ত বেডে দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/গাছ |
| পচা গোবর | ২৯০-৩১০ |
| ইউরিয়া | ৩০-৩৬ গ্রাম |
| টিএসপি | ১০-১৫ গ্রাম |
| এমপি | ২৫-৩৫ গ্রাম |
| জিপসাম | ১০-১৫ গ্রাম |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিসিত্মতে প্রয়োগ করতে হবে। সার বেডে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা

 শুষ্ক মৌসুমে আনারস ক্ষেতে সেচ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সেজন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেমি পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফল সংগ্রহ

সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসে আনারস পাকে।

ফলন

 প্রতি হেক্টরে হানি কুইন আনারস ২৫-৩০ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন।

হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন প্রযুক্তি

 বাংলাদেশে যে পরিমাণআনারস উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশই মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ সময়ে অন্যান্য ফল যেমন- আম, কলা, পেঁয়ারা, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলেরও মৌসুম। কাজেই এ সময় আনারসের দাম কমে যায়। এমনকি এক সাথে প্রচুর আনারস পাকার ফলে এবং বৃষ্টির দিনে পরিবহনের অভাবে অনেক ফল পচে যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে এর চাহিদা বেশি থাকা সত্বেও পর্যপ্ত পরিমাণে উৎপাদন না থাকাতে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। ফলে দামও বেড়ে যায়। এতে অমৌসুমে জনসাধারণ আনারস খেতে পারে না। হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন করে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি

আনারস চারা রোপণে ৯-১৩ মাস পর প্রতি মাসে বৃষ্টিহীন দিনে ক্রমানুসারে ইথ্রেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০০০০ পিপিএম (বা১%) দ্রবণ প্রতি গাছে ৫০ মিলি পরিমাণে সকালে গাছের কান্ডে ঢেলে দিতে হবে। হরমোন প্রয়োগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। এজন্য প্রতি মাসেই এক একটি ব্লকে আনারস চারা রোপণ করতে হয় অথবা এক বার রোপণ করে ৩-৪ টি ব্লকে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রতিমাসে হরমোন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নিচের সারণীতে হরমোন প্রয়োগ সারা বছর আনারস উৎপাদনের একটি পরীক্ষার ফলাফল নমুনা হিসেবে দেওয়া হল।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| চারা রোপণের সময় | হরমোন প্রয়োগের সময় | হরমোন | হরমোন প্রয়োগের পর ফুল আসতে সময় লাগে (দিন) | ফল আসা গাছের সংখ্যা (%) | ফল সংগ্রহের সময় |
| এপ্রিল | জানুয়ারি | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ২০২৫ | ১০০৯৮ | জুলাইজুলাই |
| মে | ফেব্রম্নয়ারি | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ১২১৬ | ১০০৯০ | জুলাইজুলাই |
| জুন | মার্চ | ইথ্রেল ক্যাঃকার্বাইড | ১৩২০ | ৯২৯০ | আগস্টআগস্ট |
| জুলাই | এপ্রিল | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৩৩৩২ | ৯১৮৮ | সেপ্টেম্বরসেপ্টেম্বর |
| আগস্ট  |  মে | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৩২২৯ | ৯১৯৫ | আক্টোবরআক্টোবর |
| সেপ্টেম্বর | জুন | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৩৫৩১ | ৮৩৮২ | নভেম্বরনভেম্বর |
| আক্টোবর  | জুলাই | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৩৫৩৬ | ৮০৭৪ | ডিসেম্বরজানুয়ারি |
| নভেম্বর | আগস্ট | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৩৩৩৬ | ৮৩৭২ | ফেব্রম্নয়ারিফেব্রম্নয়ারি |
| ডিসেম্বর | সেপ্টেম্বর | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৩৭৩৭ | ৮৪৬১ | মার্চমার্চ |
| জানুয়ারি | নভেম্বর | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৪৫৪৭ | ৭২৭০ | মেএপ্রিল |
| ফেব্রম্নয়ারি | নভেম্বর | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৫২৫৩ | ৯৮৯৭ | জুনজুন |
| মার্চ | ডিসেম্বর | ইথ্রেল ক্যাঃ কার্বাইড | ৫৮৫৯ | ৯৮৯৬ | জুলাইজুলাই |